হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৬

(১)পরে হযরত পৌল রা. দেব্রা ও লুস্ত্রা শহরে গেলেন। সেখানে হযরত তিমথী র. নামে একজন উম্মত থাকতেন। তাঁর মা ছিলেন হযরত ইসা মসিহের ওপর ইমানদার একজন ইহুদি মহিলা, কিন্তু তাঁর পিতা জাতিতে গ্রীক ছিলেন। (২)লুস্ত্রা ও ইকোনিয়মের ইমানদারেরা হযরত তিমথী র. এর খুব প্রশংসা করতেন। (৩)হযরত পৌল রা. হযরত তিমথী র.- কে সংগে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন বলে তাঁর খতনা করালেন। কারণ ওসব জায়গায় যে-ইহুদিরা থাকতেন, তারা জানতেন যে, হযরত তিমথী র. এর পিতা একজন গ্রীক।

(৪)শহরগুলোর মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাঁরা জেরুসালেমের হাওয়ারিদের ও বুজুর্গদের সিদ্ধান্তের কথা লোকদের জানালেন, আর সে-সব নিয়ম পালন করতে বললেন। (৫)এভাবে কওমের লোকেরা ইমানে সবল হয়ে উঠতে লাগলো, এবং তাঁদের সংখ্যা দিন-দিন বেড়ে যেতে লাগলো।

(৬)আল্লাহর রুহ তাঁদেরকে এশিয়ায় প্রচার করতে নিষেধ করায় তাঁরা ফরুগিয়া ও গালাতিয়া প্রদেশের মধ্য দিয়ে গেলেন। (৭)মাইসিয়ার সীমানায় এসে তাঁরা বিথুনিয়া প্রদেশে যেতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হযরত ইসা আ. এর রুহ্ তাঁদের সেখানে যেতে দিলেন না। (৮)তাই তাঁরা মাইসিয়ার মধ্য দিয়ে ত্রোয়া শহরে চলে গেলেন।

(৯)রাতের বেলায় হযরত পৌল রা. একটি দর্শনে দেখলেন- মেসিডোনিয়ার এক লোক বিনয়ের সংগে হযরত পৌল রা. কে অনুরোধ করছেন, "মেসিডোনিয়াতে এসে আমাদের সাহায্য করুন।" (১০)তিনি এই দর্শন দেখার পর আমরা নিশ্চিত হলাম যে, আল্লাহ চান যেনো আমরা মেসিডোনিয়াতে যাই, আর আমরা তখনই সেখানে যাবার চেষ্টা করলাম। (১১)আমরা ত্রোয়া ছেড়ে জাহাজে করে সোজা সামোথ্রাকিতে গেলাম এবং পরদিন নেয়াপলিতে পৌঁছলাম, (১২)আর সেখান থেকে ফিলিপিতে। এটা রোমের শাসনাধীন এবং মেসিডোনিয়া জেলার প্রধান শহর। আমরা কিছুদিন এই শহরে থাকলাম।

(১৩)সাব্বাতে আমরা শহরের নদীর কাছের সদর দরজার বাইরে গেলাম। মনে করলাম সেখানে ইবাদত করার জায়গা আছে। সেখানে মহিলারা মিলিত হয়েছিলেন। আমরা তাদের কাছে বসে কথা

বলতে লাগলাম। (১৪)লিদিয়া নামে এক মহিলা সেখানে ছিলেন। তিনি আল্লাহর ইবাদত করতেন। তিনি আমাদের কথা শুনছিলেন। তিনি থিয়াতিরা শহর থেকে এসেছিলেন এবং বেগুনি রঙের কাপড়ের ব্যবসা করতেন। আল্লাহ তার অন্তর খুলে দিলেন, যাতে তিনি হযরত পৌল রা. এর কথা মন দিয়ে শোনেন।

(১৫)যখন তিনি ও তাঁর বাড়ির সকলে বায়াত নিলেন, তখন তিনি এই বলে আমাদের অনুরোধ করতে লাগলেন, "যদি আমাকে আপনারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত বলে মনে করেন, তাহলে আমার বাড়িতে এসে থাকুন।" এবং তিনি আমাদের সাধাসাধি করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। (১৬)এক দিন যখন আমরা এবাদতের জায়গায় যাচ্ছিলাম, তখন এক দাসীর সংগে আমাদের দেখা হলো। তাকে একটি ভূতে পেয়েছিলো, যার ফলে সে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারতো। এতে তার মালিকের অনেক টাকা-পয়সা লাভ হতো।

(১৭)সে হযরত পৌল রা. এবং আমাদের পেছনে যেতে-যেতে চিৎকার করে বলতো, "এই লোকেরা সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার গোলাম। তারা নাজাতের পথ সম্পর্কে আপনাদের বলছেন।" (১৮)সে অনেকদিন পর্যন্ত এরকম করতে থাকলো। কিন্তু হযরত পৌল রা. এতো বিরক্ত হলেন যে, তিনি পেছন ফিরে সেই ভূতকে বললেন, "হযরত ইসা মসিহের নামে আমি তোমাকে হুকুম দিচ্ছি, এর ভেতর থেকে বের হয়ে যাও।" আর তখনই সে বের হয়ে গেলো।

(১৯)কিন্তু তার মালিকেরা যখন দেখলো যে, তাদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেলো, তখন তারা হযরত পৌল রা. আর হযরত সিল র. কে ধরে বাজারে নেতাদের কাছে টেনে নিয়ে গেলো। (২০)বিচারকদের সামনে নিয়ে গিয়ে তারা বললো, "এই লোকেরা আমাদের শহরে গোলমাল বাঁধিয়েছে। (২১)এরা ইহুদি এবং এমন সব আচার-ব্যবহারের বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছে, যা রোমীয় হিসাবে আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা বা পালন করা আইন-বিরুদ্ধ কাজ।"

(২২)জনতাও তাদের আক্রমণে যোগ দিলো। বিচারকেরা তাদের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফেলে বেতমারার হুকুম দিলেন। (২৩)ভীষণভাবে বেত মারার পর তাদের জেলখানায় রাখা হলো, আর ভালোভাবে পাহারা দেবার জন্য জেল কর্মকর্তাকে হুকুম দেয়া হলো। (২৪)এই হুকুম পেয়ে তিনি তাদের একেবারে জেলের ভেতরের সেলে নিয়ে গেলেন এবং হাড়িকাঠ দিয়ে তাদের পা আটকে রাখলেন।

(২৫)প্রায় মাঝরাতে হযরত পৌল রা. ও হযরত সিল র. মোনাজাত করছিলেন এবং আল্লাহর উদ্দেশে প্রশংসা কাওয়ালি গাচ্ছিলেন, আর অন্য কয়েদিরা তা শুনছিলো। (২৬)এমন সময় হঠাৎ এক

ভীষণ ভূমিকম্প হলো। ফলে জেলখানার ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। তখনই জেলের সমস্ত দরজা ও কয়েদিদের বাঁধন খুলে গেলো।

(২৭)যখন কর্মকর্তা জেগে উঠলেন এবং জেলের দরজাগুলো খোলা দেখতে পেলেন, তখন তিনি নিজের তরবারি বের করে আত্মহত্যা করতে চাইলেন। কারণ তিনি মনে করলেন যে, সমস্ত কয়েদিরা পালিয়ে গেছে। (২৮)কিন্তু হযরত পৌল রা. জোরে চিৎকার করে বললেন, "থামুন, নিজের ক্ষতি করবেন না। আমরা সবাই এখানে আছি।"

(২৯)জেল কর্মকর্তা বাতি আনতে বললেন, নিজে ছুটে ভেতরে গেলেন এবং ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে হযরত পৌল রা. ও হযরত সিল র. এর পায়ে পড়লেন। (৩০)এবং তিনি তাদের বাইরে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "জনাব, নাজাত পাবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?" (৩১)উত্তরে তাঁরা বললেন, "হযরত ইসা আ. এর ওপর ইমান আনুন, তাহলে আপনি ও আপনার পরিবার নাজাত পাবেন।
"

(৩২)তাঁরা জেল কর্মকর্তা ও তার বাড়ির সকলের কাছে আল্লাহর কালাম বললেন। (৩৩)সেইরাতে তখনই তিনি তাঁদের নিয়ে গিয়ে তাঁদের শরীরের কাটা জায়গাগুলো ধুয়ে দিলেন। আর তিনি ও তার পরিবারের সবাই দেরি না-করে তখনই বায়াত নিলেন। (৩৪)তিনি তাঁদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খেতে দিলেন। আল্লাহর ওপরে ইমান এনেছেন বলে তিনি ও তার পরিবারের সবাই খুব আনন্দ করলেন।

(৩৫)পরদিন সকালে বিচারকরা পুলিশ দিয়ে বলে পাঠালেন যে, "ওই লোকদের ছেড়ে দাও।" (৩৬)এবং জেল কর্মকর্তা গিয়ে হযরত পৌল রা. কে বললেন, "বিচারকরা আপনাদেরকে ছেড়ে দেবার জন্য বলে পাঠিয়েছেন। আপনারা এখন বের হয়ে আসুন এবং শান্তিতে চলে যান।" (৩৭)কিন্তু হযরত পৌল রা. বললেন, "আমরা রোমীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বিচার না-করেই, সকলের সামনে তাঁরা আমাদেরকে বেত মেরেছেন এবং জেলে দিয়েছেন। আর এখন কি তাঁরা আমাদের গোপনে ছেড়ে দিতে চান? তা হবে না! তাঁরা নিজেরা এসে আমাদের বাইরে নিয়ে যান।"

(৩৮)তখন পুলিশ ফিরে গিয়ে বিচারকদের এ-কথা জানালো। তাঁরা যখন শুনলেন যে, এরা রোমীয় নাগরিক, তখন খুব ভয় পেলেন। (৩৯)তাই তাঁরা এসে তাঁদের কাছে মাফ চাইলেন, এবং তাঁদের জেলের বাইরে এনে শহর ছেড়ে যেতে অনুরোধ করলেন। (৪০)জেলখানা থেকে বাইরে এসে তাঁরা লিদিয়ার বাড়িতে গেলেন। সেখানে ইমানদার ভাই-বোনদের সংগে তাঁদের দেখা হলো। তাঁদের উৎসাহ দেবার পর তাঁরা সেখান থেকে চলে গেলেন।